দৈনিক সংবাদ

২৪/১০/২০০০

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ৭ ......

অধ্যক্ষের ওপর সন্ত্রাসী হামলার পর কলেজ বন্ধ ঘোষণা

করটিয়া সা'দত কলেজে অচলাবস্থা ॥ তিন হাজার ছাত্রের পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ জেলার সর্ববৃহৎ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করটিয়া সরকারি সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। ছাত্র নামধারী কতিপয় সন্ত্রাসীর হামলায় কলেজের অধ্যক্ষ গুরুতর আহত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে। এর ফলে কলেজের সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকার কারণে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রছাত্রীর আসন্ন অনার্স সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

গত ১৫ই অক্টোবর দুপুরে নবনিযুক্ত বন ও পরিবেশমন্ত্রী এবং সা'দত কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি শাহজাহান সিরাজের টাঙ্গাইল আগমনের সময় করটিয়ায় কলেজ গেটে ছাত্র-শিক্ষকরা তাকে সংবর্ধনা জানান। মন্ত্রী টাঙ্গাইল অভিমুখে চলে যাওয়ার পর কলেজে ফেরার পথে ছাত্র নামধারী কতিপয় সন্ত্রাসী অধ্যক্ষ সুলতান মিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা অন্যান্য শিক্ষকদের সামনেই লোহার রড দিয়ে অধ্যক্ষকে অমানুষিকভাবে বেদম প্রহার করে। গুরুতর আহত অবস্থায় অধ্যক্ষ সুলতান মিয়াকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার ব্যাপারে টাঙ্গাইল সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ করটিয়া সা'দত কলেজ থেকে ২৬ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। অভিযোগ উঠেছে গ্রেফতারকৃতদের অধিকাংশই নিরীহ ছাত্র। পুলিশ এখনও ঘটনার মূল আসামিদের গ্রেফতার করতে পারেনি।

অধ্যক্ষের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঘটনার পরপরই সা'দত কলেজ শিক্ষক পরিষদ এক সভায় মিলিত হয় এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে। সভায় শিক্ষকরা ঘটনার সাথে জড়িত সকল সন্ত্রাসীকে অবিলম্বে গ্রেফতার এবং বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। তারা শিক্ষকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্যও দাবি জানান।

করটিয়া সরকারি সা'দত কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা জানান, আগামী সপ্তাহ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা শুরু হবে। ১৯টি বিষয়ে এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। কলেজ ও ছাত্রাবাস বন্ধ থাকায় পরীক্ষার্থীদের সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এছাড়া কলেজে অচলাবস্থা চলায় মৌখিক পরীক্ষা ভর্তি ইত্যাদিসহ কলেজের স্বাভাবিক কার্যক্রমও মুখ থুবড়ে পড়েছে। এর ফলে এই কলেজের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষাজীবন নিয়েই সার্বিক অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এই অবস্থার নিরসন এবং কলেজে স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।